সাম্যবাদ বুলেটিন

'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা | জানুয়ারি ২০২৪ | মূল্য ২ টাকা

নির্বাচনের নামে গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল জনগণ মানে না

হতাশা নয়, ঐক্যবদ্ধ হোন - নতুন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিন

নিবার্চন প্রত্যাখ্যান করে ৮ জানুয়ারি বাম জোটের বিক্ষোভ

অনেক ঘটা করে আরেক দফা ভোটাধিকার হরণের মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল গত ৭ জানুয়ারি। নির্ধারিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জাতীয় পার্টি ও 'বিএনএম'-এর প্রার্থীদের সরে দাঁড়ানো, সংবাদ সম্মেলন– এসবের মাধ্যমে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে যারা অংশ নেবেন, তাদের যে ভাড়া করা হয়েছে, সেটা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যারা নির্লজ্জের মতো এসব সংবাদ সম্মেলন করেছেন, তারা নিশ্চয় ভেবেছেন– যে লোক এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বলে মনোনয়ন তুলেছে তার আবার লজ্জা কিসের?

অনেকেই শেখ হাসিনার কাছে বিচার চেয়েছেন। তার দরবারে নালিশ ঠুকেছেন। 'বিএনএম'-এর নেতাদের বক্তব্য শুনে বোঝা গেল, ১০০ আসন দিয়ে তাদের বিরোধী দল করার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিলো। নেতাদের দোষে তাদের আজ এই দশা। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের নেতা এ কে আজাদ বলেছেন, নেত্রী চাইলে তিনি বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে একটি বিরোধী দল গঠন করবেন।

এ এক অপূর্ব সংসদ! এখানে সরকারি দল তথা সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা, তিনিই আবার ঠিক করে দেবেন তার বিরোধিতা কে করবে। তিনি রবি ঠাকুরের কবিতার সেই তালবৃক্ষের মতো একপায় দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে আকাশে উঁকি মারছেন। আর বাকি সব তৃণলতা জড়াজড়ি করে পদতলে লেপ্টে আছেন আগাছার মতো। এর নাম মহান জাতীয় সংসদ! মহান গণতন্ত্র! এই দাস্যবৃত্তির জন্য তারা মুষ্টিবদ্ধ হাতে শপথও নিয়েছেন।

এসব দেখে দেশের মানুষের মনের অবস্থা কী হতে পারে? একদিকে ভোটাধিকার হারানোর ব্যথা, অন্যায় রুখতে না পারার জ্বালা– অন্যদিকে কৌতুককেও হার মানানোর মতো নির্লজ্জ আচরণ। কেন এবারও এভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে পারলো, কেন এত ত্যাগ স্বীকার করার পরও আন্দোলন সফল হলো না– ইত্যাদি প্রশ্ন থেমে থেমেই উঁকি দিচ্ছে মানুষের মনে।

নির্বাচন কেমন হলো

নির্বাচনের দিন বিকাল ৩টায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হলো ভোট পড়েছে ২৬.৩৭ শতাংশ। নির্বাচনের পরের দিন সংবাদ সম্মেলনে জানানো হলো ভোট দেয়ার হার ৪১.৮ শতাংশ। ভোট হয়েছে বিকাল ৪টা পর্যন্ত, অর্থাৎ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা এই ৭ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ২৬.৩৭ শতাংশ। আর শেষের ১ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ১৪.৪৩ শতাংশ। তথ্য অনুসারে সারাদেশে শেষ ১ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮টি। এ এক গোল্ডেন আওয়ার! গোটা দেশের প্রায় পৌনে ২ কোটি মানুষ যেন ১ ঘন্টার সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে উপলক্ষ্য করে ঘরে বসেছিলেন!

বিদেশি মিডিয়াকে দেখানোর জন্য ভোটার নয় এরকম লোক দিয়ে বুথ জ্যাম করে রাখা হয়েছিল। জাল ভোট, কেন্দ্র দখল– এসবকিছু করেও ৩টা পর্যন্ত ভোট প্রদানের হার ২৬.৩৭ শতাংশের বেশি দেখানো যায়নি। রাত ৯টায় নির্বাচন কমিশনের ড্যাশবোর্ডে দেয়া তথ্য অনুসারে এই হার ২৮ শতাংশের বেশি নয়। এই ধরনের একটা কঠিন পরিস্থিতির মুখে নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষণা না করে মধ্যরাতেই নির্বাচন কমিশন ত্যাগ করেন। আর সে সময়ই উদভ্রান্ত হয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানোর জন্য প্রবেশ করেন ঢাকা-৫ আসনের একজন প্রার্থী, যিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত টেলিভিশনে দেখছিলেন তিনি বিজয়ী হয়েছেন, পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফলে দেখেন তিনি হেরে গেছেন। তার হাতে সকল কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোটের তালিকা। তার যোগ, নির্বাচন কমিশনের যোগের সাথে মিলছে না। নির্বাচন কমিশন কোন নিয়মে যোগ করেছেন, তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি।

এভাবেই অংকের নতুন নিয়মে এই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই অংক বইয়ের নিয়ম মেনে চলে না। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংগৃহীত মাঠ পর্যায়ের তথ্যগুলো প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, 'নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে শতভাগ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত শতভাগ প্রার্থী কর্তৃক ন্যূনতম একবার হলেও কোনো না কোনো নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) প্রার্থীর ৯৭.৩ শতাংশ, অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীর ৮৭.৫ শতাংশ, জাতীয় পার্টির প্রার্থীর ৮৪.৯ শতাংশ, অন্যান্য দলের প্রার্থীর ৮০ শতাংশ ও তৃণমূল বিএনপির প্রার্থীর ৭৫ শতাংশ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন।...৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতাসীন দল বিভিন্নভাবে বলপ্রয়োগ করেছে।'

ভোট দিতে না আসলে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগীদের ভাতা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়ে, অনেককে ব্যক্তিগতভাবে হুমকি দিয়ে, বাসাবাড়িতে হামলা করেও নির্বাচনে ভোটার আনা যায়নি। যাদের জোর করে ভোটকেন্দ্রে নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যেও কী ধরনের বিক্ষোভ ছিল সেটা বোঝা যাবে খুলনার ঘটনায়। খুলনার ৬টি আসনে ২৩ জন প্রার্থী মিলে মোট ভোট পেয়েছেন ৩০ হাজার ৬৭১টি। আর এসকল কেন্দ্রগুলোতে ভোট বাতিল হয় ২৭ হাজার

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফন্টের প্রতিষ্ঠার ৪ দশক উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জ্ঞান, বিজ্ঞান, মনুষ্যত্ব ধ্বংসের জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ বাতিলের দাবিতে ও ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান কে সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর চার দশক পুর্তির ছাত্র সমাবেশ অপরাজেয় বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি সালমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও দপ্তর সম্পাদক অরূপ দাস শ্যামের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) দলের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সাদিকুল ইসলাম সাদিক।

সমাবেশে বক্তারা বলেন– "সরকার একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ চালু করেছে। আমরা এই শিক্ষাক্রম বাতিলের দাবি জানাচ্ছি- কারণ এই শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বকে খর্ব করা হয়েছে, শিক্ষার সার্বজনীন অধিকার থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে, ঝরে পরার হার বাড়বে, শিক্ষা সংস্কৃতি মনুষ্যত্ব ধ্বংস করবে। তিনি অবিলম্বে এই শিক্ষাক্রম বাতিল করে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-বুদ্ধিজীবী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে যুক্ত করে নতুন শিক্ষাক্রম চালুর আহ্বান জানান।

তাঁরা আরো বলেন, "মানুষ যত কম জানবে তত শাসক শ্রেণীর ভালো, কারণ শাসকরা জানে জনগণের অজ্ঞতাই শাসকশ্রেণির ক্ষমতার উৎস। শিক্ষার্থীরা যেন নৈতিকতা-মনুষ্যত্ব নিয়ে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য তাদের নৈতিক মেরুদ-কে ভেঙ্গে দেয়ার নানান আয়োজন আমাদের সমাজে চলছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শাসক শ্রেণীর এই চক্রান্তকে রুখে দেবে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শুধুমাত্র শিক্ষার আন্দোলন করে না শিক্ষা সংস্কৃতি মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রাম একই সাথে করে।" বক্তারা সামনের দিনের সেই লড়াই-সংগ্রামে ছাত্রদের অংশগ্রহণের আহবান জানান।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩৩৫টি। এই পরিমাণ ভোট বাতিল দেখে বোঝা যায়, জোর করে কেন্দ্রে নেয়া অনেকেই ভোট নষ্ট করেছেন। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটার উপস্থিতি ১০ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি হবে না। অর্থাৎ জনগণ এই নির্বাচনকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নির্বাচনের দিন বিকেলে যারা রাস্তাঘাট পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা জানেন, সেদিন আর দশটা সাধারণ ছুটির দিনের মতোই ছিল চারপাশ। জয়ের উল্লাস করার শক্তিও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ছিল না।

এটা কাদের নির্বাচন, কে জিতলো

এবারের সংসদে এদেশের দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন 'বিটিএমএ'-এর সাবেক সভাপতি ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান ফজলুর রহমান, পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন 'বিজিএমইএ'-এর সাবেক সভাপতি ও সেপাল গ্রুপের কর্ণধার টিপু মুনশি, আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'রিহ্যাব'-এর সাবেক সভাপতি ও হামিদ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা নসরুল হামিদ, 'এফবিসিসিআই'-এর সাবেক সভাপতি ও দেশের শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ, 'বিকেএমইএ'-এর বর্তমান সভাপতি এ কে এম সেলিম ওসমান, 'বিজিএমইএ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী প্রমুখ! এছাড়াও আছেন পোশাক খাতের জায়ান্টরা, যেমন– রেনেসাঁস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মো. শাহরিয়ার আলম, ওয়েল গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, শাশা ডেনিমের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, ম-ল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মমিন ম-ল, নিপা গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. খসরু চৌধুরী, তুসুকা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়জুর রহমান, ফেবিয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা তাজুল ইসলাম, স্প্যারো গ্রুপের চেয়ারম্যান চয়ন ইসলাম, স্মার্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুজিবুর রহমান। আছেন বৃহৎ ব্যবসায়ী গাজী গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম দস্তগীর গাজী, সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন, আফিল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আফিল উদ্দিন, জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ প্রমুখ। সামিট গ্রুপের কর্ণধার আজিজ খানের ভাই ফারুক খান আছেন এই সংসদে।

নির্বাচন কমিশনে দেয়া হিসাব অনুসারে (প্রকৃত হিসাব যার থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি) আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ৯২ দশমিক ৮৩ শতাংশই কোটিপতি। এর ৬৪.১৫ শতাংশই (১৭০ জন) পেশায় ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে ১৬ জনের ১০০ কোটি টাকার বেশি স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। দলটির ২৬৫ প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় ২ কোটি ১৪ লাখ টাকা। গড় সম্পদমূল্য সাড়ে ২৮ কোটি টাকার বেশি। এরাই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনেছে ও আনছে, আর ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ এই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। রাষ্ট্রের স্বার্থ ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এখন মিলেমিশে একাকার। ২০২৩ সালে গোটা বিশ্বে যখন খাদ্যের মূল্য কমেছে গড়ে প্রায় ১৪ শতাংশ, ভোজ্যতেলের মূল্য কমেছে ৩২.৭ শতাংশ (দৈনিক বণিক বার্তা, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪)– সেখানে বাংলাদেশে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি কখনও ১০ শতাংশও ছাড়িয়ে গেছে, গড়ে তা সাড়ে ৯ শতাংশ। এতে কাদের লাভ হচ্ছে? লাভ হচ্ছে এই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের, যারা সিন্ডিকেট করে খাদ্যের মূল্য বাড়িয়ে অতিরিক্ত মুনাফা করেছেন। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণে কিলোমিটার প্রতি শীর্ষ ব্যয়ের তালিকার উপরে থাকা সাতটির মধ্যে পাঁচটি প্রকল্পই বাংলাদেশের। এই অতিরিক্ত খরচ হয় জনগণের তহবিল থেকে, আর অতিরিক্ত মুনাফা করেন এই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা।

তাদের এই মুনাফা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ব্যাংক, খাস জমি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, নদী, জলাধার, বন– সবকিছুই তাদের জন্য উন্মুক্ত। তারা অবাধে সুন্দরবন কেটে বিদ্যুৎকেন্দ্র করছেন, গত ১৫ বছরে ব্যাংক থেকে ৯২ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছেন, গত ১০ বছরে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন।

এভাবে দেশে তৈরি হয়েছে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের একটি শ্রেণি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে প্রায় ২৩টি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী আছে দেশে, সবমিলিয়ে আছে ১০০টি পরিবার– যাদের উপর দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। তাদের নির্দেশেই দেশ চলে, তারা যা বলেন তাই আইন। তারা এখন নিজেরাই সংসদে। নিজেদের পক্ষে তারা আইন পাশ করান।

টিভি মিডিয়াগুলোর নির্লজ্জ সমর্থন ও মিডিয়ার চরিত্র

আমরা দেখেছি, নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই টিভি মিডিয়াগুলো কী নির্লজ্জভাবে নির্বাচনের সমর্থনে প্রচার করেছে! নির্বাচনের আগেও সরকারকে সমর্থন করে, বিরোধীদের আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র ও নাশকতা বলে চিহ্নিত করে এবং টানা সরকারের বক্তব্যকে সমর্থন করে সংবাদ প্রকাশ ছিল দেশের বড় বড় টিভি মিডিয়াগুলোর নীতিগত অবস্থান। নির্বাচনের দিন এই মিথ্যা প্রচার চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছায়। একদিকে সরকারি মিডিয়াগুলোর খবর শুনছিলেন মানুষ আর অন্যদিকে চোখের সামনে দেখছিলেন তার এলাকার শূন্য ভোটকেন্দ্র। মিডিয়ার এই নির্জলা মিথ্যা পরিবেশন করার কারণ হলো– দেশের মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণভাবে এদেশের পুঁজিপতি শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে। সাজানো এই নির্বাচনে অনেক মিডিয়া মালিক অংশগ্রহণও করেছেন। দৈনিক ইত্তেফাকের কর্ণধার আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, দৈনিক সমকাল ও চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের কর্ণধার শিল্পপতি একে আজাদ, দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টেলিভিশনের কর্ণধার সালমা ইসলাম, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভির কর্ণধার সালমান এফ রহমান, আরটিভির কর্ণধার মোর্শেদ আলম, বাংলা ট্রিবিউন ও ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকার কর্ণধার কাজী নাবিল আহমেদ, দৈনিক সংবাদের আলতামাস কবীর, সময় টিভির অন্যতম অংশীদার এডভোকেট কামরুল ইসলাম, দৈনিক ভোরের কাগজের সাবের হোসেন চৌধুরী, দৈনিক কালবেলার কর্ণধার নজরুল ইসলাম, গাজী টিভি ও অনলাইন সারা বাংলার কর্ণধার গোলাম দস্তগীর গাজী, মোহনা টেলিভিশনের কর্ণধার কামাল আহমেদ মজুমদার, দৈনিক ও অনলাইন ঢাকা টাইমসের কর্ণধার আনিফুর রহমান দোলন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এর বাইরে বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকাধীন কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, নিউজ টোয়েন্টি ফোর ও ডেইলি সানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নঈম নিজাম কুমিল্লা থেকে নৌকার দলীয় মনোনয়ন তুলেছিলেন, কিন্তু পাননি। বসুন্ধরা গ্রুপ এ সরকারের আমলে অন্যতম সুবিধাভোগী। ভোজ্য তেলের সিন্ডিকেটের অন্যতম নিয়ন্ত্রক সিটি গ্রুপ সময় টিভির সবচেয়ে বড় অংশীদার।

জনগণ কেমন আছেন

নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের দাম এখন মানুষের নাগালের মধ্যে নেই। বর্তমানে দেশের ৩৬ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীন আর ৭১ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তারা জানেন না, কাল তাদের খাবার জুটবে কি না। দেশের জিডিপি, ফসলের বাম্পার ফলন– কোন পরিসংখ্যানই এই সত্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। চাল, আটা, পেঁয়াজ, আলু, ভোজ্য তেল, সব্জী, মাংস, মাছ– কোন জিনিস নিয়ে সিন্ডিকেট হয়নি, মানুষের সর্বোচ্চটা নিংড়ে নিয়ে বড় ব্যবসায়ীরা লাভের পাহাড় তৈরি করেনি?

বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেল ও গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। দেশের গ্যাস অনুসন্ধান না করে, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর বিকাশ না ঘটিয়ে, বাইরে থেকে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। এলএনজি সরবরাহ নিয়ে বড় চুক্তি করা হয়েছে সামিট গ্রুপের সাথে। বিদ্যুৎক্ষেত্রে রেন্টাল, কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে সামিট, ইউনাইটেডের মতো গ্রুপগুলো।

অতিধনীদের মুনাফা বাড়ছেই। বাজার নেই, বাজার নেই বলে চিৎকার করছেন গার্মেন্টস মালিকরা। কিন্তু বাস্তবে তাদের ব্যবসা কমেনি। এ খাতে এই জানুয়ারি মাসেও প্রবৃদ্ধি ১.৭৩%। অথচ শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো মজুরিও তারা দেবেন না। সম্প্রতি নিম্নতম মজুরি বোর্ডে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করলো সাড়ে ১২ হাজার টাকা। অথচ তাদের দাবি ছিল ২৫ হাজার টাকা। কথা ছিল ডিসেম্বর মাস থেকে এই বেতন কার্যকর হবে। অনেক কারখানায়ই সেটা করা হয়নি। জানুয়ারি মাসের বেতন না পেয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে চট্টগ্রাম ইপিজেড, টঙ্গী ও গাজীপুরে। গ্রেডেশনের মাধ্যমেও শ্রমিকদের ঠকানো হয়েছে। অথচ এই শ্রমিকদের দাবিকে তোয়াক্কা না করে সরকার তাদের বুকেই গুলি চালাচ্ছে। নভেম্বরের আন্দোলনে ৪ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কারণ এ সরকার মালিকদের সরকার। গার্মেন্টস সেক্টরের ১৫ জন বৃহৎ ব্যবসায়ী এ সরকারের সাথে সরাসরি যুক্ত। তবে এও ঠিক দমন-পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলন নিভিয়ে দেয়া যাবে না।

একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র হচ্ছে, অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তিকে থামিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষার উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১' প্রণয়ন করেছে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকটের ডামাডোলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করছে। এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের নামে মূল্যায়ন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে, ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সংকুচিত করা হয়েছে, সাধারণ শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষার মানে নামিয়ে আনা হয়েছে। সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। যার কুফলগুলো ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। দেশের সচেতন শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও অভিভাবকবৃন্দ এর প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। প্রতিবাদ করায় আন্দোলনকারী কয়েকজন অভিভাবককে সাইবার সিকিউরিটি আইনে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়েছে। তারা এখনও জেলে। আমরা মনে করি, এই শিক্ষাক্রম শিক্ষাকে আরও বাণিজ্যিক করবে, শিক্ষার ব্যয় বাড়বে, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত তৈরি করে তা পুরোপুরি ধ্বংস করবে। আমাদের দাবি, ফ্যাসিবাদী শাসনের উপযোগী করে তৈরি এ শিক্ষাক্রম অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

এই বিশাল গণআন্দোলন তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলো না কেন

এই গণআন্দোলন জনগণের বহু আত্মত্যাগ সত্ত্বেও বাস্তবে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছালো না, নির্বাচন প্রতিরোধ করা গেল না। এই দীর্ঘ আন্দোলনে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে সরকার গ্রেফতার করেছে। তারা আজও কারারুদ্ধ। আমরা অবিলম্বে এই নেতাকর্মীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি। সাথে সাথে একথাও আমরা না বলে পারছি না যে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাদের শাসনকালে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করার কোন চেষ্টা করেনি, তারা দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল– এও ঐতিহাসিকভাবে সত্য। দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী নির্ভর করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্য তারা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধেও নীরব ছিলেন। দেশে দেশে গণতন্ত্র হরণকারী, খুনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবে, নেতারা তাদের কর্মী-সমর্থকদের এই আশা দেখিয়েছেন। ফলে কর্মীরা জেল-জুলুম সহ্য করলেও, প্রাণত্যাগ করলেও– তা সংগঠনকে শক্তিশালী করেনি। সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, সাহস ও লড়াইয়ের তেজ নিয়ে তাদের দল দাঁড়াতে পারেনি। এই ত্যাগ ও লড়াইয়ের উপরে তাদের ততটা বিশ্বাস ছিল না, যতটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের উপর। তাই এদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ভারত-চীন-রাশিয়াসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সমর্থন আদায় করেছে। ভারত আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছে। শেখ হাসিনা উঠতে-বসতে ভারতের প্রশংসা করছেন। আওয়ামী লীগের পেছনে ভারতের এ ধরনের সমর্থনের প্রতিক্রিয়ায় দেশের জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রচ-ভারতবিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে। এর সবটা সচেতনভাবে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নয়। ভারতের জনগণও তাদের শাসকদের উপর ক্ষুব্ধ, যেমন বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগ সরকারের উপর ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর আচরণের সাথে যেমন এদেশের জনগণকে এক করে দেখা যাবে না, তেমনি ভারতের শাসকগোষ্ঠীর আচরণের সাথে তার জনগণকে মেলালে ভুল হবে। তাদের দেশের সকল গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরের ভারতবিরোধী এই মনোভাবকে এদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ভিন্নভাবে ব্যবহার করছে। তারা জনগণের সাম্প্রদায়িক চিন্তার মধ্যে উস্কানি দিচ্ছে। দেশে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, গণতান্ত্রিক লড়াই শক্তিশালী না হলে, এর সুযোগে অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তিগুলোর সামনে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

আওয়ামী লীগের প্রতি চীন ও রাশিয়ার সমর্থনও প্রকাশ্য। অপরদিকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোও নিজ নিজ স্বার্থে কেউ বর্তমান সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে আবার কেউ কেউ বিরোধিতা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে বিরোধিতা করছে আবার তাদের রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে তাদের মুনাফার অনেক হিসাব-নিকাশ আছে। তারা মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ধ্বংস করেছে, ফিলিস্তিনকে ধ্বংস করে কবরস্থান বানিয়েছে। তাদের মুখে গণতন্ত্র মানে নতুন ব্যবসা, নতুন স্বার্থ। আর আওয়ামী লীগ তাদের সবকিছুই দিতে প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাপান নির্বাচনের পরদিনই ভারত-চীন-রাশিয়ার সাথে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। আমাদের দেশের উপর এ সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর হস্তক্ষেপ, যা এদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করছে– আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি।

হতাশা নয়, বরং আগামী দিনের নতুন লড়াইয়ের জন্য একতাবদ্ধ হোন

এই পরিস্থিতিতে দেশের জনগণের একাংশের মধ্যে হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা দানা বাঁধছে। কেউ কেউ মনে করছেন আন্দোলন করে কিছু হবে না। আমরা এই পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিককে বলতে চাই যে– সঠিক নেতৃত্বে সমগ্র জনগণকে যুক্ত করে একটা সচেতন, দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক এবং সংগঠিত আন্দোলনই পারে স্বেচ্ছাচারী, ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছ থেকে দাবি আদায় করতে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন করেনি, প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচনের নামে আওয়ামী লীগ জোর করে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল বজায় রেখেছে। এটা চিরস্থায়ী নয়। আর এটা আওয়ামী লীগের বিজয়ও নয়। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছে, সাংগঠনিকভাবে আরও দুর্বল হয়েছে। তাদের দল বলে এখন আর কিছু নেই। এটা একটা পাইয়ে দেবার দলে পরিণত হয়েছে। কোনকিছু পাওয়ার জন্য সবাই এই দলে আসে। আওয়ামী লীগ সরকার দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি, একটা যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ বাম গণতান্ত্রিক শক্তিই একমাত্র বিকল্প হতে পারে।

মনে রাখা দরকার, পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন চাই এ যেমন সত্যি, তেমনি ভুল নেতৃত্বের পেছনে জড়ো হলে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে না। বরং নেতৃত্বের ভুলের জন্য আন্দোলনের সাময়িক পরাজয়ে হতাশা নেমে আসে, যা আন্দোলন গড়ে তোলার পথেই বাধা তৈরি করে। আন্দোলনের শক্তি ও ঐক্যকেই দুর্বল করে। তাই আমাদের আবেদন, যারা সত্যি দেশে আন্দোলন গড়ে উঠুক এটা চান, তাদের আন্দোলনের সঠিক নেতৃত্বকে চিনে নিতে হবে। আজকের দিনে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিই সেই নেতৃত্ব। আমরা দেশের মানুষকে আহ্বান করব, বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃত্বে আগামী দিনের গণআন্দোলন গড়ে তুলুন।

সাম্যবাদ
১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪

যে পথ আমায় লেনিনবাদের দিকে নিয়ে গেছে

হো চি মিন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমি আমার জীবন শুরু করি প্যারিসে, একজন আলোকচিত্রশিল্পীর পরিমার্জনাকারী এবং 'চাইনিজ অ্যান্টিকুইটিজ'-এর (ফ্রান্সে তৈরি!) চিত্রকর হিসেবে। আমি তখন প্রচারপত্র বিলি করতাম, যাতে ভিয়েতনামে ফ্রেঞ্চ ঔপনিবেশিকদের কৃত অপরাধের সমালোচনা লেখা থাকত।

সেসময় আমি অক্টোবর বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলাম প্রবৃত্তিগতভাবে; তখনো তার সব ঐতিহাসিক গুরুত্ব আমার বুঝে ওঠা হয়নি। আমি লেনিনকে ভালবেসেছিলাম ও তাঁর প্রশংসা করেছিলাম কারণ তিনি ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক, যিনি তাঁর দেশবাসীকে স্বাধীন করেছিলেন। তখনো আমি তাঁর লেখা কোনো বই পড়িনি।

ফরাসি সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে আমার যোগ দেওয়ার ফলে, আমার কমরেড, সেই 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকেরা'– আমার প্রতি ও নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বুঝতামই না সংগঠন কী, শ্রমিক ইউনিয়ন কী, সমাজতন্ত্র কী বা সাম্যবাদই বা কী!

সমাজতান্ত্রিক পার্টির সব শাখায় তখন উত্তপ্ত একটি আলোচনা চলছিল এই প্রশ্নে যে, সমাজতান্ত্রিক পার্টির কি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেই থাকা উচিত নাকি একটি 'আড়াই আন্তর্জাতিক' তৈরি করা দরকার, নাকি লেনিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত? আমি প্রত্যেকটা সভায় গিয়েছি, সপ্তাহে দু'বার অথবা তিনবার এবং মনোযোগী হয়ে শুনেছি সব আলোচনা। প্রথমে আমি ধারাবাহিকভাবে বুঝিনি। কেন ওই আলোচনাগুলো এত উত্তপ্ত হয়ে উঠত? দ্বিতীয় হোক, আড়াই হোক বা তিন, যে আন্তর্জাতিকই হোক না কেন, বিপ্লব তো হবেই। তাহলে এত কথা কাটাকাটি কেন? প্রথম আন্তর্জাতিকের থেকে কী পাওয়া গিয়েছিল?

আমি এসব বিতর্ক চাইতাম না, আমি শুধু জানতে চাইতাম কোন্ আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক দেশগুলির মানুষের পাশে রয়েছে?

আমার মতে এ প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই একদিন এক সভায় আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম। কয়েকজন কমরেড বললেন, "দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় আন্তর্জাতিক।" আরেকজন কমরেড আমায় লেনিনের লেখা 'Thesis on the national and colonial questions' বইটি দিলেন পড়ার জন্য।

ওই থিসিসের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক পরিভাষা ছিল যা আমার পক্ষে বোঝা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু বারবার পড়তে পড়তে আমি একদিন ওই লেখার সারাংশ ও ভাবনা আত্মস্থ করে ফেলতে পেরেছিলাম। কী আবেগ, উৎসাহ, অন্তর্দৃষ্টি এবং আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেছিল আমার মধ্যে! আনন্দে অভিভূত হয়ে জল এসে গিয়েছিল চোখে। নিজের ঘরে একা একা বসে আমি চিৎকার করতাম যেন আমি কথা বলছি ভীড় করে আসা জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে- "প্রিয় স্বদেশবাসী! এটাই সেই, যা আমাদের প্রয়োজন, এই আমাদের মুক্তির রাস্তা!" এরপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল লেনিন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি।

আগে পার্টির সভাগুলিতে আমি শুধু চুপ করে বসে আলোচনা শুনতাম, আমার একটা ভুল বিশ্বাস ছিল যে ওরা সবাই যুক্তিযুক্ত কথা বলে, আমি পার্থক্য করতে পারতাম না কারা সঠিক বলছে আর কারা বলছে ভুল। কিন্তু তারপর থেকে, আমিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তর্কে, আর আলোচনা করতে শুরু করেছিলাম প্রবল উৎসাহে। যদিও সমস্ত ভাব প্রকাশ করার মতো প্রয়োজনীয় ফরাসি শব্দ আমার জানা ছিল না। লেনিন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ আমি গুঁড়িয়ে দিতাম তখন। আমার একমাত্র যুক্তি ছিল- "যদি উপনিবেশিকতাবাদকে দোষারোপ না করো, যদি তুমি উপনিবেশের অত্যাচারিত মানুষের পাশে না দাঁড়াও, তবে কী ধরনের বিপ্লব তুমি করতে চাইছ?"

আমি শুধু আমার নিজের দলের শাখার সভাতে নয়, অন্য শাখার সভাতেও যেতাম বক্তব্য রাখতে। এবার আমার আবার বলা উচিত যে, কমরেড মার্সেল ক্যাসিন, ভেইলা কুটোরিয়ার, মনমৌসি এবং আরো অনেকেই আমায় সাহায্য করেছেন আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে। শেষ পর্যন্ত, ট্যুর কংগ্রেসে, আমিও ওদের সাথে ভোট দিলাম তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেওয়ার জন্য।

প্রথমে দেশপ্রেম, প্রথমেই সাম্যবাদ নয়, এই কথা লেনিন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আমায় আরো আত্মবিশ্বাসী করলো। ধাপে ধাপে, সংগ্রামের সাথে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের চর্চা ও দৈনন্দিন নানা কাজেকর্মে যোগ দিতে দিতে আমি যে বিষয়টা বুঝেছিলাম, তা হল সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদই একমাত্র পারে নিপীড়িত জাতিগুলির এবং সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে।

আমাদের দেশে এবং চীনে একটি কিংবদন্তী আছে, 'Book of the Wise' নামক একটি বিস্ময়কর বইকে ঘিরে। যখনই কারো জীবনে খুব বড়ো সমস্যা আসে, তখন এই বই খুলে তার সমাধান পাওয়া যায়। লেনিনবাদ শুধুমাত্র সেই বিস্ময়কর 'Book of the Wise' নয়, আমাদের ভিয়েতনামি বিপ্লবী আর মানুষের কাছে এ হল কম্পাসের মতো: এ আসলে এক উদ্ভাসিত সূর্য, আমাদের আলোর পথের দিশারী, যা আমাদের পৌঁছে দেবে অন্তিম জয়ের কাছে, যা আমাদের পৌঁছে দেবে সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে।

অনুবাদ : নীলাঞ্জন মিশ্র

উৎস: সিলেক্টেড ওয়ার্কস অফ হো চি মিন; ভলিউম ৪; ফরেইন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস। (কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবর্তক' সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকার লেনিন সংখ্যা হতে সংগৃহীত)

লেনিনের আত্মশক্তি

হেলেন কেলার

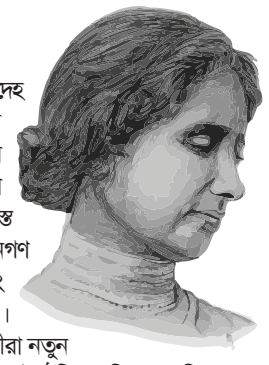

লেনিনের মরদেহ ক্রেমলিনে সাধারণভাবে শায়িত করা হলো, সমস্ত রাশিয়ার জনগণ শিহরিত এবং শোকস্তব্ধ হলো। ক্ষুধার্ত বিরোধীরা নতুন আশায় জেগে উঠেছিল, কিন্তু লেনিনের আত্মশক্তি ক্রন্দনরত জনগণের উপর নেমে আসে লেলিহান অগ্নির প্রখর জিহ্বার তেজ নিয়ে, এবং তারা নিজেদের মধ্যে ভয় না পাওয়ার কথা বলাবলি করতে থাকে। "আমরা যেন ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে তাঁকে অনুসরণ না করি," তাঁরা বলল, "তিনি যে কাজ আমাদের জন্য রেখে গেছেন বরঞ্চ আমরা তার জন্য এককাট্টা হই। যখন আমাদের অচেতন চোখ কেবল ধ্বংস দেখেছিল, তখন তিনি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে এমন পথের সন্ধান পান যার দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করি। বিপ্লব তিনি দেখতে পেতেন, এমনকি তজ্জনিত অনৈক্য যা গোলযোগের কারণ তাও ঈশ্বর-সৃষ্ট অভিন্ন শৃঙ্খলার অংশ। আমাদের সরকারের রীতিনীতি আমাদের মতামতের প্রকাশ থেকেও উত্তম হবে। যদি আমরা দৃঢ় সংকল্প থাকি, এই বিশ্ব আমাদের কর্মের উৎসাহে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে"। মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময়ে এই বিশ্বে তাদের হলকর্ষণের দাগ রেখে যাবে। আমি লেনিনের হলকর্ষণের দাগ দেখতে পাই। মানবজাতির নবজীবনের জন্য অবিনাশী বীজ সে বপন করে গেছে; ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও উত্তাল ঢেউ-এর হাত থেকে বাঁচাতে গভীরে প্রোথিত করে গেছে সেই বীজ, যাতে বহুযুগ ধরে অনন্ত শস্য ফলন করা যায়।

আমার মনে হয় প্রত্যেক পবিত্র ভাবনাকে সততার সাথে বিবেচনা করা উচিত, এমন কি স্বর্ণযুগ সাম্রাজ্যের সমর্থক সেই জনগণের বিপক্ষে চিৎকার করে আমি যখন প্রতিবাদ করি, তখনও। আমি সেই সময়ের ভাবনার প্রতি সচেতন, যখন শান্তির সঠিক অবস্থান বিঘ্নিত হয়, ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বজনীন প্রেমে ঘাটতি দেখা দেয়, আমি বিচ্ছিন্নতার দিকে, কলহ এবং যুদ্ধের অন্তঃসারশূন্যতার দিকে ফিরি। আমি একমত সেন্ট পল যখন বলেন- "আমি অন্তর্মুখী মানুষের পরে ভগবানের বিধানে পরমানন্দিত হই; তবু আমি আমার সঙ্গীদের মাঝে ভিন্ন এক নিয়ম দেখতে পাই, যারা আমার মস্তিষ্কের নিয়মনীতি বিবেচনার বিপক্ষে যুদ্ধে রত"। আমি একেবারে নিশ্চিত যে অন্তিমে প্রেমই সবকিছু সঠিক করে তুলবে, কিন্তু যারা মনে করে তাদের ন্যায্য অধিকার বুঝে নিতে বল প্রয়োগই হাতিয়ার আমি সেই শোষিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি জানানো থেকে বিরত থাকতে পারি না।

এই একটি অন্যতম কারণে আমি বর্তমান রাশিয়ার এই মহান পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াসে উৎসাহিত হলাম। কোনও বিপ্লবই অসৎ লুম্পেন গোষ্ঠী, নৈরাজ্যবাদী এবং পুঁথিগত পণ্ডিতদের দ্বারা হঠাৎ বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাবে বা ধ্বংসাত্মক উত্তেজনায় সংঘটিত হয় না। জনগণ বিপ্লবের দিকে পা বাড়ায় তখনই যখন তাদের সমস্ত স্বপ্ন হতাশার আঁধারে মিলিয়ে যেতে থাকে। যখন আমরা এই বিশাল শক্তিশালী বিক্ষোভের দিকে তাকাই মনে হয় তা যেন হঠাৎ সমস্যার অতল থেকে উঠে এসেছে, আমরা বুঝতে পারি যে পুঞ্জীভূত অতৃপ্তি ও শোষণের স্রোত এর উৎস। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনার গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে শেষে পরিণত হয় এক প্রতিশোধের বন্যায়।

লেনিনের সাথে সাথে রাশিয়ার বিপ্লব সূচিত হয়নি। শত শত বর্ষ ধরে এই বিপ্লব রাশিয়ার দেশভক্ত এবং অতিন্দ্রীয়বাদীদের কল্পনায় ভেসে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু যখন

অনুবাদ: পূর্ণেন্দু শেখর মিত্র

আমাদের তলোয়ার দুটি - লেনিন ও স্ট্যালিন

মাও সে-তুং

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস সম্পর্কে আমি দু-চার কথা বলতে চাই। আমি মনে করি, আমাদের তলোয়ার দুটি – লেনিন ও স্ট্যালিন। রুশরা এখন স্ট্যালিন-তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হাঙ্গেরিতে গোমুলকাসহ আরও কিছু ব্যক্তি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তা দিয়েই রাশিয়াকে বিদ্ধ করতে চাইছে, এবং তথাকথিত স্ট্যালিনবাদের বিরোধিতা করছে। বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও সোভিয়েট ইউনিয়নের সমালোচনা করছে, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তোগলিয়াত্তি। সাম্রাজ্যবাদীরাও জনগণকে কোতল করতে এই তলোয়ারটি ব্যবহার করছে। যেমন ডালেস (সি আই এ-র ডিরেক্টর জন ফস্টার ডালেস) এখন এই তলোয়ারই ঘোরাচ্ছেন। এই তলোয়ার কেউ কাউকে ধার দেয়নি, একে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা চীনারা তা ছুঁড়ে ফেলে দিইনি। প্রথমত, আমরা স্ট্যালিনের মর্যাদা রক্ষা করছি, দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করছি। 'সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে' নামে একটি প্রবন্ধ আমরা লিখেছি। অন্যরা যেমন স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা করে তাঁকে নস্যাৎ করতে চেয়েছে আমরা তা করিনি। আমরা বাস্তব অনুসারে ক্রিয়া করছি।

আর লেনিন নামক তলোয়ারটি? তাকেও কি কিছু সোভিয়েট নেতা বহুলাংশে ছুঁড়ে ফেলেননি? আমার মতে, তাঁরা লেনিনকেও বহুলাংশে ছুঁড়ে ফেলেছেন। অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য কি আজও প্রাসঙ্গিক? আজও কি সকল দেশের সামনে তা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে? ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে বিংশতি কংগ্রেসে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি বলছে, সংসদীয় রাস্তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায়। অর্থাৎ, দুনিয়ার সকল দেশের আর অক্টোবর বিপ্লব থেকে শিক্ষা নেওয়ার দরকার নেই। একবার এই ধারণার দরজা খুলে দেওয়া মানে সব মিলিয়ে লেনিনবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। লেনিনবাদ মার্কসবাদকে উন্নত করেছে। কোন্ কোন্ প্রশ্নে তা মার্কসবাদকে উন্নত করেছে? প্রথমত, বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে অর্থাৎ বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রশ্নে; এবং দ্বিতীয়ত, বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও কৌশলের ক্ষেত্রে, বিশেষত শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নে, সর্বহারার একনায়কত্ব এবং সর্বহারা শ্রেণির পার্টির প্রশ্নে লেনিনবাদ মার্কসবাদকে আরও উন্নত করেছে। আর তারপর আমাদের সামনে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক গঠন সংক্রান্ত লেনিনের শিক্ষা। এই সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য, যা ছিল মার্কস থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, তা শুরু হয়েছিল ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবের শুরুতে এবং বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়েও তা জারি ছিল; এবং এই কাজে লেনিন সাত বছরের এক বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সংক্ষেপে এগুলিই হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতি যার চর্চা আমরা করে চলেছি। আমাদের সম্বল কী? আমাদের সম্বল লেনিন ও স্ট্যালিন। তোমরা এখন স্ট্যালিনকে খারিজ করেছ এবং বাস্তবে লেনিনকেও সম্পূর্ণ বাতিল করেছ- জমি থেকে লেনিনকে তোমরা উপড়ে ফেলেছ, হয়ত এখনও হাতে মাথা কাটনি, হয়ত তাঁর একটা হাত কেটে ফেলেছ। আমরা মার্কসবাদ- লেনিনবাদ এবং অক্টোবর বিপ্লব থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয়টা ধরে রেখেছি। মার্কস তাঁর রচনায় আমাদের জন্য বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন, লেনিনও তাই। জনগণের ওপর আস্থা রাখা, মাস লাইন অনুসরণ করার শিক্ষা আমরা তাঁদের থেকে পেয়েছি।

ঋণস্বীকার: সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ। ২৪ এপ্রিল ২০১০। গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:। কলকাতা।

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের প্রয়াণ শতবর্ষ স্মরণে বাসদ (মার্কসবাদী)'র শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভা। সভার শুরুতে লেনিনের অস্থায়ী বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পার্টি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য এবং সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা।

২১ জানুয়ারি, ২০২৪
বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যালয়

জ্ঞান, বিজ্ঞান, মনুষ্যত্ব ধ্বংসের জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী ৫ লক্ষ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট বর্জন করায় সংগ্রামী দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে সংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানে ঢাকার পল্টন থেকে দৈনিক বাংলা এলাকায় বাসদ (মার্কসবাদী)'র প্রচারপত্র বিলি।

১৭ জানুয়ারি, ২০২৪
দৈনিক বাংলা, ঢাকা

বেগম রোকেয়ার ১৪৩ তম জন্ম ও ৯১ তম মৃত্যুদিবসে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সীমা দত্তের সভাপতিত্বে ও তৌফিকা লিজার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সুস্মিতা রায় সুপ্তি ও সাদিয়া নোশিন তাসনিম।

৯ ডিসেম্বর'২৩
কেন্দ্রীয় কার্যালয়

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের হবিগঞ্জ জেলার সদস্য ও পোদ্দারবাড়ি অঞ্চল কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা গনি মিয়ার স্মরণসভায় উপস্থিত জমায়েতের একাংশ।

১২ জানুয়ারি, ২০২৪
আর ডি হল মাঠ, হবিগঞ্জ

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org